## লোকায়ত ঝাড়গ্রাম

পার্থ ভৌমিক

শাল মহুল শিমুল পলাশে ঘেরা অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন মানুষকে আকৃষ্ট করে পাশাপাশি ঝাড়গ্রামের লোকায়ত শিল্প সমান ভাবে মানুষকে আকৃষ্ট করে। এককথায় বলা যায় যে ঝাড়গ্রাম লোকসংস্কৃতির এক স্বর্ণভাণ্ডার। এখানকার লোকনৃত্য, লোকগীত, লোকবাদ্য, পালাপার্বন এবং লোকসংস্কৃতি অতুলনীয়। প্রথমেই লোকনৃত্যের কথায় আসি- একদা আদিমমানুষ মনের ভাব অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করত এবং সেই থেকেই নাচের সৃষ্টি হয় বলে অনেকেই মনে করে। এখানকার বিভিন্ন উপজাতিদের ভিন্ন ভিন্ন লোকনৃত্য রয়েছে। যেমন লোধা শবরদের চাঙনৃত্য, সাঁওতালদের বাহা, দাসাঁয়, সাহরুল। মুন্ডাদের পাতা, ঘট, মাদুর ওরনৃত্য, কুড়মিদের ঝুমুর নাচ। এই নৃত্য গুলি তারা তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করে থাকেন। যেমন লোধারা চাঙনাচ বিয়ে, পূজো এমনকি শ্রাদ্ধের পরেও করে থাকেন আবার ডুমাং বা দাঁশায় নাচ সাঁওতালরা দুর্গোউৎসবের দশমীর দিন করেন। ভাদ্র একাদশী এবং মাঘ মাসে বৃক্ষ পূজার সময় কারাম নৃত্য পরিবেশিত হয়। এছাড়া পাইক নাচ শিবের গাজনের সময় দেখা যায়, সেই নাচ হল মুখোশ বিহীন ছো নৃত্য। লোকনৃত্য এবং লোকগান একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিক ভাবে জড়িত। ভাদু টুসু ঝুমুর গানের পাশাপাশি রয়েছে সাঁওতালি বিয়ের বাহা গান, লোধাদের চাঙ গান, বাগালদের বাঁধনাগীত, করম গান, গাজন সঙ্গীত। এছাড়া রয়েছে নানা লোকায়ত পরবের গান- যেমন শীতলামঙ্গল, মনসামঙ্গল পাঁচালীর গান। লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের জন্য যা একান্ত প্রয়োজনীয় লোকবাদ্য, যে লোকবাদ্যগুলি এখানে দেখা যায় সেগুলি হল ধামসা, মাদল, চড়চড়ি, কেঁদারা, ঢাকঢোল, কড়কা বাঁশি, এছাড়া বিশেষ একধরনের বাদ্যযন্ত্র এরা তৈরি করেন গরু মোষের শিং দিয়ে প্রস্তুত শিঙা। এবার আসি লোকশিল্পের কথায়, এখানকার লোকশিল্পীরা স্থানীয় উপকরন দিয়ে হস্তশিল্পের সৃষ্টি করেন। পাথর কেটে থালা, বাটি, প্রদীপ, তালপাতা দিয়ে হাতপাখা, খেজুর পাতা দিয়ে চাটাই হোগলা পাতা থেকে আচ্ছাদন, বাঁশ থেকে ঝুড়ি, কুলো, এছাড়া শাল পাতা থেকে থালা, বাটি শিল্প বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়। হস্তশিল্পের কথা আসতেই মনে পড়ে যায়, যে গ্রামের প্রায় গুলিতে গাছগাছালি ঘেরা গ্রাম-স্থানের কথা- সেখানে পোড়া মাটির হাতি ঘোড়া, অমসৃন কালো পাথরকে স্থানীয় মানুষ পুজো করেন। স্থানীয় মানুষের বাৎসরিক গ্রামগত পুজোই উৎসব যেমন মকরসংক্রান্তি, ভাদ্র একাদশ, আশ্বিন সংক্রান্তি। এই অঞ্চলগুলিতে গেলে দেখা যায় মানুষ কিভাবে তাদের লোকায়ত শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই ঝাড়গ্রাম শহর যেমন সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ সেইরকমই লোকায়ত শিল্পেও পরিপূর্ণ। লোকগানের দল 'মহুল' দশ বছর ধরে এই নিয়ে কাজ করে চলেছে, ক্রমন পিপাসুদের জন্য বর্তমানে 'মহুল' ঝাড়গ্রামে তাদের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সেখানকার লোকশিল্পীদের সামনে আনার চেষ্টা করেন। উদ্যোগের ফলে এক অসাধারন মেলবন্ধন ঘটে এবং সকলেরই মুখে শোনা যায়-

"মারাংবুরা জুরুপুরু
আজই হামাদের জীবন শুরু............"